খামার থেকে পশু ক্রয়-বিক্রয় ও শরীয়াহ চুক্তিসমূহ

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে সরাসরি খামার থেকে কুরবানির পশু ক্রয় করা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যা মানুষকে কুরবানীর হাটে যাওয়া, দরদাম করা, হাসিল দেয়া ইত্যাদি কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এবং কুরবানির পশু ক্রয়ের কাজটিকে সহজ করে দিয়েছে।

একজন মুসলিম হিসেবে যেকোন লেনদেনে জড়ানোর পূর্বে তার শরীয়াহ নির্দেশনা জানা আবশ্যক। সেই প্রেরণা থেকেই মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী'র পক্ষ্য থেকে 'খামার থেকে পশু ক্রয়-বিক্রয়ের শরীয়াহ নির্দেশনা'টি প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সকল নেক আমলকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন।

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

খামার থেকে পশু ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত পদ্ধতি

আমরা আমাদের সাধ্যমতো কয়েকটি খামারের মালিক ও দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এবং কয়েকটি খামারের ওয়েব সাইট ও ফেইসবুক পেইজ থেকে বর্তমানে প্রচলিত যে পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছি, তা নিম্নরূপঃ

১. প্রথমেই অনলাইনে বা অফলাইনে গরু দেখে, গরুর বয়স, ওজন ও অন্যান্য তথ্য জেনে পছন্দ হলে ২০% বা ২৫% মূল্য অগ্রিম দিয়ে বুকিং দিতে হয়।

২. বুকিং দেওয়ার পর বিভিন্ন খামারে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি হয়ে থাকে।

কোন কোন খামারে বুকিং দেওয়ার সময়ই বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে। পরবর্তীতে বাকি মূল্য পরিশোধ করা হয়।

খামার থেকে পশু ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত পদ্ধতি

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

- আর কিছু কিছু খামারে বুকিং দেওয়াকে মূল বিক্রয় চুক্তি গণ্য করা হয় না। পরবর্তীতে যখন গরু ডেলিভারি দেওয়া হয়, তখন পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করত বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়।
- বুকিং দেওয়ার পর থেকে সাধারণত গরু খামারেই রাখা হয়। ঈদের ১ দিন আগে ডেলিভারি দেওয়া হয়।
- এ সময় গরুর খাবার ও অন্যান্য খরচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে খামার বহন করে। কোন কোন খামারে ক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ নিয়ে থাকে।
- ডেলিভারি চার্জও অধিকাংশ ক্ষেত্রে খামার বহন করে। কোন কোন খামারে ক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ নিয়ে থাকে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, উল্লিখিত কোন পদ্ধতিতেই চুক্তির শরীয়াহ নির্দেশনাসমূহ পরিপূর্ণ পালন হয় না। কেননা, শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হলে পণ্যের রিস্ক ক্রেতার দয়িত্বে চলে যায়। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে ডেলিভারির পূর্ব পর্যন্ত পশুর যাবতীয় খরচ ও রিস্ক খামারই বহন করে। এ ধরনের আরো অনেক বিষয় পরিলক্ষিত হয়, যা চুক্তির শরীয়াহসম্মত পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তাই বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা খামার থেকে পশু ক্রয়-বিক্রয়ের একটি শরীয়াহসম্মত চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক দাড় করানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

খামার থেকে পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে চুক্তি করা যেতে পারে

প্রথম পদ্ধতি

ক্রেতা অনলাইনে পশু (ছবি, ভিডিও) দেখে পছন্দ হলে উক্ত পশুটি ক্রয় করবে বলে খামার কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করবে এবং এর জন্য একটি বুকিং মানি প্রদান করবে। তবে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করবে না। বরং ঈদের ১/২ দিন পূর্বে খামার কর্তৃপক্ষ যখন ক্রেতার ঠিকানায় পশুটি পৌঁছে দিবে, তখন হাতে হাতে মূল্য পরিশোধের (কর্ম ও আচরণবাচক ক্রয়-বিক্রয় (বাই বিত তাআ'তীর)) মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে। এ পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শরীয়াহ বিষয়সমূহ লক্ষণীয়ঃ

১. পশু নির্দিষ্ট করতে হবে। যদি তা অনলাইনের মাধ্যমে হয়, তাহলে অবশ্যই পশুকে আকৃষ্ট করে এমন সবকিছু দেখিয়ে তারপর নির্দিষ্ট করতে হবে। আর যদি সরাসরি হয় তাহলে যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে। উল্লেখ্য, পশু ক্রেতার ঠিকানায় পৌঁছানোর পর যদি পুরোপুরো ভিন্ন হয়, তাহলে ক্রেতা কাঙ্খিত গুণাগুণ না পাওয়ার কারণে (খিয়ারু ফাওয়াতিল ওয়াসফ) এর ভিত্তিতে ফিরিয়ে দিতে পারবে। (আল মাআইরুশ শারইয়্যাহ, শরীয়াহ স্টান্ডার্ড নং : (৫১) ৪/৩/১), (ফিকহুল বুয়ু : ২/৮৭৫)

২. বুকিং মানি প্রদান করা ও ক্রয়ের ব্যাপারে খামার কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করার চুক্তিটি একটি ওয়াদা চুক্তি হিসাবে গণ্য হবে। (ফিকহুল বুয়ু : ১/১১৯)

প্রথম পদ্ধতি

৩. বুকিং মানির টাকাটি ‘হামিশ জিদ্দিয়া’ (সিকিউরিটি ডিপোজিট) হিসাবে গণ্য হবে। যা খামার কর্তৃপক্ষের কাছে আমানাহ হিসাবে থাকবে। খামার কর্তৃপক্ষ এই টাকাটি ব্যবহার করা ব্যতীত সংরক্ষণ করবে। তবে ক্রেতা কর্তৃক সেই টাকা ব্যবহারের অনুমোদন থাকলে খামার কর্তৃপক্ষ তা ব্যবহার করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উল্লেখিত টাকার যাবতীয় রিস্ক/ দায় খামার কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। (আল মাআইরুশ শারইয়্যাহ, শরীয়াহ স্টান্ডার্ড নং : (৫) ৬/৮/২)

৪. পরবর্তীতে ক্রেতা যদি কোন কারণে চুক্তিটি ক্যানসেল করে, তবে বুকিং মানি ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা চুক্তি ক্যানসেল করার কারণে খামার কর্তৃপক্ষের বাস্তবিক কোন ক্ষতি হলে (যেমন, খামার নিজ খরচে পশুটি ক্রেতার বাড়িতে বহন করে নিয়ে গিয়েছে, এরপর ক্রেতা চুক্তি ক্যানসেল করেছে অথবা ক্রেতার কারণে পরবর্তীতে বাজার মূল্যের চাইতে কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়েছে) তাহলে কেবল সে পরিমাণ টাকা বুকিং মানি থেকে কেটে রাখতে পারবে। (আল মাআইরুশ শারইয়্যাহ, শরীয়াহ স্টান্ডার্ড নং : (৫) ৬/৮/২)

৫. বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পশুর যাবতীয় রিস্ক খামার কর্তৃপক্ষের থাকবে। পশুর খাবার ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় খরচ খামার কর্তৃপক্ষ বহন করবে।

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

৬. এ সময়ের মধ্যে পশুটি চুরি হলে, মারা গেলে বা অন্য কোন ক্ষতি হলে খামার কতৃপক্ষই তার দায় নিতে বাধ্য থাকবে।

৭. এ পদ্ধতিতে বিক্রয় চুক্তিটি যদি ডেলিভারির পূর্বেই চূড়ান্ত করে ফেলা হয়, তাহলে ক্রেতা থেকে ডেলিভারি চার্জ নেওয়া যাবে। অন্যথায় ডেলিভারি চার্জ খামার কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

ক্রেতা পশু দেখে পছন্দ হওয়ার পর যখন উক্ত পশুটি ক্রয় করার জন্য যখন বুকিং মানি প্রদান করছে, তখনই বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্ণ টাকা নগদেও পরিশোধ করতে পারে অথবা আংশিক মূল্য চুক্তির সময় ও বাকি মূল্য চুক্তির পরও পরিশোধ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শরীয়াহ বিষয়সমূহ লক্ষণীয়ঃ

১. বুকিং মানি প্রদান করার সাথে সাথেই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে চুক্তি সম্পন্ন হবে।

২. চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে ক্রেতা পশুর মালিক হিসাবে বিবেচিত হবে। এসময় থেকে পশুর যাবতীয় রিস্ক ক্রেতা বহন করবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

৩. ক্রয়ের পর যদি কুরবানির দিন পর্যন্ত পশুটিকে খামারে রাখতে হয়, তাহলে ক্রেতা তার পক্ষ থেকে পশুর খাবার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খামার কর্তৃপক্ষকে ওকীল নিয়োগ করবে। সেক্ষেত্রে খামার কর্তৃপক্ষ ক্রেতার কাছ থেকে একটি ওকালাহ উজরত (ফি) নিতে পারবে। যা উভয়ের সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নির্ধারিত হবে।

৪. অথবা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর পশুর খাবার ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় খরচ খামার কর্তৃপক্ষ নিজ থেকে কোন ধরণের পূর্ব শর্ত ব্যতীত বহন করতে পারবে। (আল মাআইরুশ শারইয়্যাহ, শরীয়াহ স্টান্ডার্ড নং : (২৩) ৪/১/৩)

উল্লেখ্য, যদি ক্রয়ের সময় খামার কর্তৃপক্ষকেই উক্ত খরচ বহন করতে হবে মর্মে কোন ধরণের শর্ত করা হয়, তাহলে এক চুক্তির মধ্যে আরেক চুক্তি করায় উভয় চুক্তি অবৈধ হয়ে যাবে। (সুনানে নাসাঈ : ৬৪১১, হেদায়া : ৬/৪৪১, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খ: ৪ পৃ: ২৪০)

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

৫. খামারের কর্তৃপক্ষের কাছে পশুটি আমানাহ হিসাবে থাকবে। অতএব খামারের কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-অবহেলা, সীমালঙ্ঘন ও পূর্ব শর্তের বিপরীত কোন কাজ ব্যতীত পশুটি ক্ষতিগ্রস্থ বা মারা গেলে খামার কতৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না। (আল-বাহরুর রায়েক, খ: ৭ পৃ: ৪৬৪-৪৬৫)

৬. এ পদ্ধতিতে ডেলিভারির জন্য ক্রেতা থেকে চার্জ গ্রহণ করা যাবে। অথবা পূর্বশর্ত ব্যতীত খামার কর্তৃপক্ষ চাইলে ফ্রী ডেলিভারিও দিতে পারবে।

---

১. সঠিক মূল্য অনুমান করার জন্য ওজন দিয়ে পশু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। (ফাতাওয়া উসমানী : ৩/৯৯)

২. লাইভ ওয়েটে কুরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে অনেকে সংশয়ে থাকেন যে, এতে গোশত খাওয়া উদ্দেশ্য হয়ে যায় যা কুরবানি কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, গোশত খাওয়া উদ্দেশ্য ওয়েটেজ পদ্ধতি ছাড়াও হতে পারে। তাই বাস্তবিক অর্থে নিয়ত যদি পরিশুদ্ধ থাকে এবং ওয়েটের উদ্দেশ্য হয় দাম নির্ণয়ে সহযোগিতা নেয়া, তবে তা বৈধ হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

লাইভ ওয়েটে পশু ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিধান

আমাদের মূল উদ্দেশ্য, সাধারণ মুসলিমরা যেন তাদের দৈনন্দিন লেনদেনে শরীয়াহ পরিপালনে সচেতন ও সক্ষম হয়।

বক্ষমান শরীয়াহ নির্দেশনাটিতে শুধুমাত্র খামার থেকে কুরবানীর পশু ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শরীয়াহ বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনলাইন থেকে পশু ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় শরীয়াহ নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। তাই সে বিষয়ের কোন শরীয়াহ নির্দেশনার প্রয়োজন হলে অবশ্যই উলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।

বি.দ্র

ইসলাম একটি চলমান দীন। যা সব যুগে সকল বিষয়ের সমাধান দিতে সক্ষম। চলমান অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের যুগোপযোগি টেকসই সমাধান এতে বিদ্যমান। তবে প্রচলিত অর্থনীতি ভালো করে বুঝে শরীয়াহর সাথে সমন্বয় করা ও সমাধান বের করা এক কঠিনতম কাজ। প্রয়োজন এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আলেমের।

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

পরিচিতি

সময়ের এই প্রয়োজনকে পূরণ করতে ফিকহ ও ইসলামি অর্থনীতিতে দক্ষ রিজাল/জনবল তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে মুরুব্বি আলিমগণের পরামর্শে আইএফএ কনসালটেন্সির তত্ত্বাবধানে যাত্রা শুরু করেছে ‘মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী’ নামে ইফতা এবং ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ে একটি বিশেষ ধর্মী তাখাস্সুস ও মাদ্রাসা।

২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমকে মোট ৬ টি ফাতরায়/ সেমিস্টারে ভাগ করা হয়েছে। এতে ফিকহ, ফিকহুল মুআলাত, এ্যাওফির শারীয়াহ স্টান্ডার্ড, কিতাবুল বুয়ু, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্টস, বেসিক ইংরেজি, একাউন্টিং, কর্পোরেট ফাইন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট, গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণাপত্র প্রস্তুতসহ নানা বিষয়ে ছাত্রদেরকে পাঠদান করা হয়।

ফিকহ ও ফিকহুল মুআমালাতে রিজাল/জনবল গড়ার এ স্বপ্ন আল্লাহ তাআ'লা কবুল করুন

ঠিকানাঃ ২১৫/খ, জেএস টাওয়ার, মেরুল বাড্ডা, প্রগতি স্মরণী, ঢাকা-১২১৯
যোগাযোগঃ 01997-702078, 01991-999479
ইমেইল এড্রেসঃ info@ciesbd.org
ওয়েবসোইটঃ https://ciesbd.org/
ফেইসবুকঃ facebook.com/ciesbd.org

পরিচিতি

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي

আরজগুজার

ফিকহুল মুআমালায় আগ্রহীগণ যুক্ত হতে পারেন আমাদের এই যাত্রায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে রিবার বিরুদ্ধে শক্তিশালী দাঈ হিসেবে গড়ে উঠার তাওফীক দান করুন।

মুহতামিম,
মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফিজাহুল্লাহ
মুফতী আতিকুর রহমান খান হাফিজাহুল্লাহ